Audit Day-2012

39th Founding Anniversary

Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৮ বৈশাখ ১৪১৯
১১ মে ২০১২

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর নিয়োগ, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিধৃত হয়েছে। ১৯৭৩ সনের ১১ মে সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সকল প্রকার সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত কার্যক্রমের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। আগামী দিনগুলিতেও এই কার্যালয় আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে আগামী ১১ মে, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

সাংবিধানিক নিরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থ ব্যবস্থাপনার অনিয়ম ও দূর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে যথাযথ সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তাঁর রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু মহান জাতীয় সংসদে প্রেরণ করে থাকে। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার জন্য সংসদীয় আর্থিক কমিটিসমূহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিসহ অপরাপর আর্থিক কমিটিসমূহকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারের আর্থ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে আগামী দিনগুলিতেও এই কার্যালয় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক কর্মকান্ডের সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করি।

মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট

সভাপতি
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং অডিট দিবস উপলক্ষে আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সুদৃঢ় ও কার্যকর আর্থ-প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৩ সালের ১১ মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বিভিন্ন ধরনের হিসাব এবং নিরীক্ষা রিপোর্টসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করে সরকারি কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিরলস্ কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাজে এই কার্যালয় প্রত্যক্ষ ভাবে কাংখিত সহযোগিতা প্রদান করছে।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবসের সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
অমর হোক আমার দেশ
জন্মভূমি বাংলাদেশ।

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এমপি

বাংলাদেশের
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অডিট দিবস পালন উপলক্ষে আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাষ্ট্রের আর্থ-ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণ প্রদত্ত করের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিরলস কাজ করছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালের ১১ মে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সংবিধানের ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদের আলোকে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নিরীক্ষা ও হিসাব ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্র ও জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার জন্য সংসদীয় আর্থিক কমিটিসমূহকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় সর্বতো সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

কালের পরিক্রমায় প্রয়োজনের নিরিখে হিসাব ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও আধুনিকতা যেমন এসেছে তেমনি নিরীক্ষার মান বৃদ্ধি ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং একইসাথে নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুপ্রীম অডিট ইন্সটিটিউশন তথা অডিট ডিপার্টমেন্ট নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এ কার্যালয় আগত দিনগুলোতেও সচেষ্ট থাকবে এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

আহমেদ আতাউল হাকিম এফসিএমএ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১১ মে ২০১২ উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি হিসাব ও নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত দেশের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সঠিক ও মানসম্পন্ন হিসাবায়ন এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ সার্ভিসের সদস্যগণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সঠিক এবং সময়োপযোগী হিসাবায়ন এবং আধুনিক নিরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও অডিট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সাংবিধানিক নিরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে গিয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ যাতে সরকারি অর্থ ব্যয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে সেজন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিসহ অপরাপর আর্থিক কমিটিসমূহের সাথে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি অভিযোগ ছিল যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বড় দেরীতে প্রণীত হতো এবং সেজন্য তার বিবেচনা প্রায়ই সময়োত্তীর্ণ হয়ে যেত। এক্ষেত্রে অধুনা আমরা সময়মত প্রতিবেদন প্রণয়নে অনেক অগ্রসর হয়েছি এবং সংসদীয় কমিটিও দ্রুততার সঙ্গে সেগুলো বিবেচনা করছে।

আমি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও অডিট দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং এই কর্মকান্ডের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের উনচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

০২। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সরকারী আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সে দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কার্যকারিতা নিরীক্ষা বা পারফরমেন্স অডিট ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নিরীক্ষা প্রবর্তন করেছে। এসকল নব্যতা নিরীক্ষার দক্ষতা বাড়াবে এবং সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনার সুফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

০৩। কার্যকারিতা নিরীক্ষা সরকারের নীতির সাথে সম্পৃক্ত এবং দায়িত্বশীল ও সূক্ষ্ম বিবেচনার দাবী করে। সরকারের নীতি-নির্ভর ব্যয় ইপ্সিত সুফল অর্জন করছে কিনা জানবার জন্য নীতি গ্রহণ ও নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক। কার্যকারিতা নিরীক্ষার ক্ষেত্র ব্যাপক ও গভীর।

০৪। আমি অডিট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

ড. মসিউর উহমান

সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিকখাতের শৃংখলার বিষয়টি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এ সাংবিধানিক দায়িত্বটি পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটির ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অডিট দিবসের প্রাক্কালে এই কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন বাংলাদেশে সনাতনী বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির পরিবর্তে এখন মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে নিরীক্ষার আধুনিকায়নের বিষয়টিও এখানে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত ও যুগোপযোগী নিরীক্ষার কোন বিকল্প নেই। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় তাদের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনে নিরলস ব্রতী রয়েছে।

অডিট দিবসকে সামনে রেখে নিরীক্ষা ও হিসাব ডিপার্টমেন্টে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ উপলক্ষে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আরো সচেষ্টভাবে পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।
অডিট দিবসে আয়োজিত সকল কর্মসূচি সফল ও সুন্দর হোক।

ড. মোহাম্মদ তারেক

The role and importance of the office of the Comptroller and Auditor General (OCAG), Bangladesh

-Md. Amir Khasru, Deputy Comptroller and Auditor General (Senior)

Introduction

Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG), the Supreme Audit Institution (SAI) of Bangladesh, plays an important role in a democratic setting by promoting accountability and transparency of the government. It ensures achievements of national development objectives and priorities that add value to the society. The value and benefits of SAIs are much discussed among the INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) community. The topic is addressed from two perspectives - first, the recognition that the ultimate role of a SAI is to make a difference in the lives of citizens and second, the realisation that this objective can only be achieved if the SAI is an independent model organisation. The value added by SAI audit ensures efficient use of public resources by uncovering a large number of issues relating to mismanagement and inefficiency in public financial management and decision making. To add value and benefits, OCAG strategic plan comprising mission, vision and core values has been formulated.

Vision, Mission and Core Values

OCAG's vision is 'attaining accountability and transparency in Public Financial Management for achieving good governance'. Based on the vision, its mission is 'Conducting effective audit of public sector operations for optimum utilization of public resources by providing reliable and objective information to assist in establishing accountability and transparency in government activities'. Core values include professionalism, reliability, objectivity, accountability, credibility, transparency, viability and ethics.

SAI Bangladesh: A Profile

SAI Bangladesh is headed by the Comptroller and Auditor General (CAG) who is appointed by the President. Articles 127-132 of the Constitution stipulate SAI's functional independence and its access to all information required for audit. OCAG has wide audit jurisdiction e.g. ministries, departments, all local authorities, statutory bodies, autonomous organizations, public enterprises where government has at least 50% of share or interests.

Audit reports suggest ways to improve management of government operations through recommending remedial measures. The main thrust of our audit is financial and compliance. CAG certifies Finance Accounts of the Republic and Appropriation Accounts prepared by Civil, Defence and Railway accounts departments. Increased importance is also being attached to economy, efficiency and effectiveness of government operations, to evaluate whether taxpayers are receiving value for their money. Major areas of performance i.e. procurement, revenue collection, civil works, Medium Term Budgetary Framework (MTBF), environmental issues, safety net programmes, social and gender equity audits, public debt management, public private partnership are being focused on.

SAI Bangladesh: Values and Benefits

SAI Bangladesh values are measured through acceptance, timeliness, efficiency, responsiveness and quality of our work. Overall implementation rate of SAI's recommendations is about 60%. Over the last five years Tk. 32904 crore was recovered and adjusted through audit vis a vis a cumulative audit costs of Tk. 287 crore. Audit findings on National Board of Revenue and cash incentive programmes have increased government revenue substantially. Audit benefits that are not quantifiable include avoidance of similar irregularities, systemic development, changes of rules, laws, ensuring timeliness in preparation of accounts. Audit reports on procurement, payments beyond entitlement, stock shortage and transit loss, system loss, expenditure beyond budget, and recovery of default bank loans are examples where situations have improved due to audit. Assisted by SAI officials a total of 350 audit reports have been scrutinized by Public Accounts Committee (PAC) of the 9th Parliament and approximately 3150 audit observations have been settled. Audit committees have been formed in all Ministries/Divisions as per recommendations of SAI, initiatives taken by Ministry of Finance and directives of PAC. These measures have institutionalised internal control systems that benefit citizens by enhancing government accountability.

With growing emphasis on accountability the stakeholders are fast realising the importance of audit. In this regard, there have been attitudinal changes both in auditor and audited organization through close cooperation and coordination. SAI Bangladesh audit is now perceived as more useful by audited organizations.

Challenges

Over the years government activities have expanded manifold and newer issues of complex nature are becoming matters of public interest. To address these issues adequately SAI needs to enhance its professional and organizational capacity. Appropriate independence as enshrined in the constitution has been constrained due to existing system for recruitment of staff and allocation of budget. Due to this limitation OCAG cannot fully address the newer issues and increased demands of its various stakeholders particularly the PAC, civil society and the people.

OCAG needs more skilled manpower to realize the optimum value and benefits of audit. Inadequate performance indicators and relevant data limit the scope of performance audits. Desired benefit of audit is not being achieved due to failure to respond timely to audit observations and take appropriate measures on audit recommendations. Systematic follow-up of PAC and audit recommendations require further efforts. PAC and audit recommendations when not implemented impede benefits of audit.

SAI Bangladesh Preparedness

To become more proactive, OCAG is enhancing its professional capacity through promotion of international auditing standards, ethical values, computer assisted audit techniques and audit management software, selecting audit topics of public interests. Audit reports submitted to the parliament, with greater audit coverage, quality and timeliness, strategically add value and increases the benefits of our services. Audit Management and Monitoring System is being rearranged to follow-up implementation of audit and PAC recommendations. Media outreach is being improved for better understanding of SAI responsibilities and effectively communicating audit results. On-going reform initiatives assisted by the development partners are supporting our efforts.

Consistent with UN General Assembly resolution and INTOSAI Lima Declaration on SAI independence, a draft Audit Act has been proposed. Enactment of the Act will further operationalise the mandate of OCAG. To make it more effective, existing organisational structure of Audit and Accounts Department needs to be rearranged.

Conclusion

OCAG is committed to making a difference by producing quality audit reports for the benefit of the people. In response to needs for further strengthening the OCAG we are aspiring for effective independence and enhanced professionalism. It will yield us desired success through infusion of motivations and dynamism in our initiatives and efforts.